বুকের-বীণা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ
১৩৪৫

মূল্য { পাঁচ সিকা
বাঁধাই দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
গ্রন্থকার
৭৫নং বংশী গলি, বারাণসী।

মুদ্রাকর—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর

উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

কর্‌লুম।

দেবি!

তুমি আজ যেখানে,—সেখানে এ বুকের বীণার সুর বোধহয় পৌঁছুবে না। হয়ত' তোমার কাছে আজ এ সুরের কোনই মূল্য নেই। তবুও আমি আমার বুকের-বীণা নিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় রইলুম; তুমি এসে শুনবে কি?

গ্রন্থকার।

মুখ-বন্ধ

এই কবিতা প্লাবিত বাঙলা দেশে আমার মত অসাহিত্যিকের এই নূতন গানের বই প্রকাশ করবার দুঃসাহস হ'ল কেন, এ প্রশ্নের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি।

আমি জন্মগ্রহণ করি বাঙলা হ'তে সুদূর পশ্চিমের বাঙালী-বিরল একটী সহরে, সেখানে বাঙলা দেশের স্বপ্নজড়িত স্নিগ্ধ পল্লবঘন বনানীর শ্যামলিমা ছিল না ;—ছিল, দিগন্ত প্রসারিত মরুর ধূসরতা। কাজেই কাব্য-প্রেরণার উপযোগী পরিবেশ ও কাব্য-রসিকের সঙ্গ কোনটাই পাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠে নাই। তবুও আমি কবিতা লিখতে দুঃসাহসী হ'য়েছি, তাহার কারণ, মানুষ মাত্রেরই আপনাকে বিশ্বমাঝে ব্যক্ত করবার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক ও চিরন্তন। আমার অন্তর-লোকে কত অব্যক্ত বেদনা ও ভালবাসা, আশা ও নিরাশা পুঞ্জীভূত হ'য়েছিল, সেগুলি মুক্তি পেলো এই গীতি-কবিতাগুলিকে আশ্রয় ক'রে। এই প্রকাশ ব্যাকুলতা অনুভব ক'রেছি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে।

আমি অক্ষম ও দুর্ব্বল, আমার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য, ভাবের গভীরতা বা ভাষার ঝঙ্কার কিছুই নাই, তবুও যদি কোন সহৃদয় পাঠক পাঠিকার চিত্ত আমার বুকের-বীণার মর্ম্মরধ্বনি স্পর্শ করে, তাহা হ'লে আমি এ লেখার সার্থকতা বোধ করবো।

আমার বুকের-বীণা কাহাকে উৎসর্গ করবো, ঐ কথাটী আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদা উঁকি ঝুঁকি মারছিল ;—যদিচ যাঁহাকে উৎসর্গ ক'রলাম তাঁহারই কথা ;—তবুও দ্বিধা সন্দেহের দোলায় মন দুলছিল', পাছে কেহ কিছু মনে করেন। কিন্তু আমার বন্ধুবর শ্রীমান মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে সে দ্বিধার বন্ধন হ'তে আমি মুক্তি পেলাম। সেজন্য তাঁহার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আর একটী কথা ব'লে এই ভূমিকা আমি শেষ করতে চাই।

আমি সুর অনভিজ্ঞ হওয়াতে, আমার গীতি-কবিতা গুলিকে সুর সংযোজনা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। আমার হৃদদেউলের বেদীতলে ব'সে আমি অনিপুণ হস্তে প্রতিমা গড়বার চেষ্টা করেছি মাত্র,—কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার শক্তি বা সাধনা না থাকাতে, অন্তরের সহিত দুঃখ প্রকাশ ক'রছি। আমার বুকের-বীণার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের উপর সে ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম। হয়ত' তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার এ মন-অভিলাষ পূর্ণ করবেন। হয়ত' একদিন, আমি ওপার হ'তে শুনতে পাবো আমার গানের সুর।

৭৫, বংশীগলি, বারাণসী।
শ্রীপঞ্চমী মাঘ,
সন ১৩৪৫ সাল।

ইতি নিবেদক—
শ্রীহরেন্দ্র নাথ ঘোষ



শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সূচনা

হে রবীন্দ্র !—কবির ঈশ্বর—
আমি ক্ষুদ্র,—
তুমি অনন্ত মহান।
তব পদ প্রান্তে বসি,—
গাঁথি গীতিকার মালা,
ভরি হৃদি-ডালা ;
করো হে আশীষ মোরে,—
লহো মম
এ ক্ষুদ্র প্রণাম।

ভক্তিরত-

হরেন্দ্র।

বুকের-বীণা

আমার

বুকের-বীণায় বাজছে যে গো
তোমার সুরের গান
কড়ি কোমল, ছন্দে উছল
সকল রকম তান।
ঝর্ণাধারা প'ড়ছে ঝ'রে
খুলে হিয়ার দ্বার—
কে দরদী—আয় রে ছুঁবি
আমার মরম তার-
নে রে তুলে হৃদয় বুলে
প্রেমের অবদান।

হয়ত' আমি শুনতে পাবো
তোমার গানের সুর—
সে হোক না কেন সীমার পারে
হোক না বহু দূর।
এ পারেতে গাইবে তুমি—
ওপার হ'তে শুনবো আমি—
তোমারি ঐ হৃদয় রণি—
সুরের নূপুর।
তোমার কণ্ঠ সঙ্গীতেরে—
বীণা আমার বন্দিবে রে—
সুরে সুরে উঠবে ভ'রে
সেই অনন্তপুর।
রক্ত-নিশান উড়বে মনে—
পলাশ বকুল ঝ'রবে বনে-
এ বন্ধ হিয়ার মুক্ত দুয়ার
ক'রবে সুদূর দূর।

খোল্ রে দুয়ার খোল্—
কে খেল্‌বি আমার সাথে
আজকে ফুলেল দোল ?
কে রে আমার বুকের-বীণায়
গান গেয়ে যায় বিনায়ে বিনায়ে—
জাগায় মধুর রোল !
কোন্ কাকলীর মধুর স্বরে—
গাছের পাতা প'ড়ছে ঝ'রে—
ঝ'রছে আমের বোল !
কোন্ সে ফাগুন এলো ভুলে—
দিল' মায়া-স্বপন বুলে—
ও মায়াবি ! নয়ন খুলে
(তোর) যবনিকা তোল !

তুমি এলে গো মা জননি !
আজি বোধন শুনি, আগমনী—
আজ, শরতের উষার ভোরে—
শিশির মাখা শিউলী ঝরে-
মাতালে গন্ধে তারি—
জাগালে দিনমণি।
দুখভরা বঙ্গমাঝে—
মঙ্গল শাঁখ ঐ যে বাজে—
দুখ হর' গো দুখ-হরা—
বরাভয়া হররাণী !
আমি পূজবো তোরে নয়ন জলে—
দিয়ে জবা চরণ তলে—
মোরে নে মা তুলে, তোরি কোলে
ও মা সুখদায়িনী !

আজ, কি দিয়ে পূজবো মা তোরে ?
তুই এলি আমার ঘরে—
শরতের স্বর্ণ-উষায়
ঝিরি ঝিরি বইতেছে বায়,
শিউলীবনে ফুল ঝ'রে যায়
তোর চরণ পরে—
আমার যত বুকের ব্যথা
কুসুম হ'য়ে কইলো কথা—
তোর চরণ পরে লুটিয়ে পড়ে—
লও মা দুখ হ'রে।

আমার কালো মায়ের পায়ের তলায়
ফুটে ওঠে রক্তজবা।
চোখ থাকে যার দেখে যারে
মায়ের আমার রূপের প্রভা
এক হাতে মার মুণ্ডমালা—
আর হাতে মা বরাভয়া—
এক চোখে মার আগুন জ্বলে
আর চোখে মা হয় অভয়া–
এলোকেশী অসুরনাশী
চিন্তে তারে পারে কে বা!

আজ, রঙের আলোয় রঙিয়ে দিলে
মোর বুকেরি আঙিনায়ে—
ঘোচাল মনের আঁধার—
তোমারি ঐ—রূপশিখায়—
ওগো কে এলে গো, অযাচিত
হে অতিথি মোর ঘরে—
মন্দারেরি কুসুম বাসে
হিয়া আমার যায় ভ'রে—
তোমার কণ্ঠ ফুটে ওঠে
আজি যে ঐ দিক্-বীণায়ে—
শরতের রূপ ধ'রে গো
এলে তুমি এই প্রভাতে,
অরুণের মুকুট প'রে
শিউলী শিশির নিয়ে হাতে—
তোমার রূপের পরশ আজি
সবার মাঝে দাও বিলায়ে।

শরৎ! তোমার করে সে বন্দনা—
শেফালী আজিকে বুনেছে জাল
দিয়েছে আল্পনা।
তরুর শিখরে শিশিরে শিশিরে
গেঁথেছে মুকুতা হার—
অরুণ আলোকে দিয়াছে ভূলোকে
পরায়ে সোণার ঝার—
প্রজাপতি ডালি ধ'রেছে যে মেলি
সে মায়ার কল্পনা!
নদী কূলে কূলে চলে ঢেউ তুলে
সেজেছে কাশের বন—
সমীরণ এসে চুপে চুপে হেসে
দোলায় ফুলের মন—
মধুর কণ্ঠে গাহিছে দোয়েল—
ডাকিছে চন্দনা।

শারদ প্রাতে অরুণ সাথে
এলে গো তুমি এলে।
শ্যামলিমা বনানীর মাঝে।
শিশির ফুটায়ে ফুলে।
তোমারি বন্দনা করিছে ভুবনে—
নিশার বিহগ জাগি—
মধুপ গুঞ্জনে বিভল করিছে
কুসুমে, পরাগ মাগি,—
তোমারি উৎসব-আলোক ভাতিছে,
সুনীল গগন তলে।
তব চরণ-পদ্ম উঠেছে ফুটিয়া—
মম হৃদয় রক্ত-সরোবরে-
মম মানস-মরাল উঠেছে দুলিয়া
তব প্রেম আনন্দ ভরে ;
তোমারি পরশ দিতেছে হরষ
আজিকে হৃদয়-দোলে।

হেমন্তের আলস-আমেজ মাখা
দিন চ'লে যায় একা, একা -
আমি কেমন ক'রে রইবো ঘরে—
বলনা হে মোর প্রিয় সখা ?
দিন চ'লে যায় গেয়ে গেয়ে
রাত কাটে পথ চেয়ে
হৃদয় আমার ব্যাকুল হ'ল—
ওগো—তোমারে না পেয়ে-
চোখের জলে আঁধার দেখি—
কেঁদে ওঠে পরাণ পাখী—
ওগো আমার জীবন-সাথি !—
কবে তোমার পাব' দেখা ?
দিন চ'লে যায় একা-একা।

ওগো মা জননি ! বঙ্গ-রাণি !
জন্মভূমি—আমার দেশ !
আমার বাংলা !—সোণার বাংলা—
যাহার রূপের নাইকো শেষ !
বক্ষে তোমার বিজয়-মণি—
চরণ চুম্বি চলে সুরধুনি—
শিরে তব ঐ শুভ্র তুষার
শোভিছে কিরীট গিরি হিমেশ।
শান্ত তোমার শীতল ছায়া—
আকাশ বাতাস ফুটায় মায়া—
সঙ্গীতে তব মূর্চ্ছনা ঝরে—
আনে পান্থের ভাবাবেশ।
ঝিল্লী সেথায় পল্লী গাথায়
সুর তুলে বলে, আয় ! আয় ! আয় !
সেথা—দোয়েল শ্যামা ডাক দিয়ে যায়—
শ্রবণ জুড়ায়,—ঐ সে রেশ !
আমি তোমার বক্ষে ছুটিয়া যাই—
আমি তোমার চরণে লুটাতে চাই—
লও গো মা তুলে সন্তানে কোলে,
ঘোচা মা দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ।

জানি আমি—আসবে তুমি
পতিত পাবন !
আমার হৃদয় দোলায় দুলিয়ে দে যায়
অধীর পবন ।
ফুল ঝরে যে বনের মাঝে
জানিয়ে দে যায়, ওগো সে যে
নীরব রাতে তোমার সাথে, হবে আমার
মধুর-মিলন ।
রইলে আমি ঘুমের ঘোরে—
ডাক দিয়ে যাও ধীরে ধীরে—
জাগলে পরে যাও যে সরে—
আঁখির মাঝে মিলায় স্বপন

এসেছিলে তুমি মিলনের তরে—
মিলন নদীর তীরে—
তোমার তরণী পাল তুলে ব'হে
এনেছিলে তুমি ধীরে।
কাণ্ডারী তুমি ছিলে প্রেমময়—
পালখানি ছিল ভরা মমতায়—
সোণার তরণী দীপ-মালিকায়—
ভেসেছিল মধুনীরে।
সহসা মাতালো মাতাল বাতাসে
ঘন সে কাজল লুকালো আকাশে
হৃদয় চমকে বিজলীর হাসে
গেল যে তরণী ফিরে!
বালুকার চরে রহি আমি পড়ে
তরণী যে ওই দূরে যায় স'রে
একাকী কেমনে ফিরিব' সে ঘরে
আঁধার এলো যে ঘিরে!

তুমি, চরণে দিলেনা ঠাঁই—
শূন্য দেউল মোর—
তুমি কই এসো নাই !
মিছে হ'ল গাঁথা মালা—
চন্দন ধূপ জ্বালা—
সাজানো ভোগের থালা
রহিল পড়িয়া তাই।
শুখালো কমল মালা
নিভে গেল দীপ আলা—
আমি রহিনু মন্দিরে একা—
শুধু তব পথ চাই।

উদাসি ! উদাসি ! আমি পথ-হারা—
তুমি জ্বালো হে সাঁঝের দীপ, শুক তারা—
ফাগুনের আগুনে ধূপ জ্বেলে—
দিলে গো তুমি ঐ নভনীলে—
তোমারি পরশে ফুটালে ফুলে—
শিখরে শিখরে পীন ধারা।
ভূলোকে দ্যুলোকে তোমারি পুলকে
ঝরিয়া পড়িছে প্রেম-ঝারা।

জপের-মালা ফেলে দেরে জলে—
মন যদি তোর খাঁটি নয়—
জপে কি ফল ফলে !
চন্দন ধূপ দিয়ে মালা
পূজবি কি রে ভোগের থালা·
মাটির পুতুল গ'ড়ে কি রে
বসাবি দেউলে ?
ধূপ চন্দনে সে আসে না—
সিংহাসনে সে বসে না—
মন্দিরেতে তায় পাবি না—
মন না খাঁটি হ'লে।
আতুর জনে সে যে চাহে
ভক্তিরসে বাঁধা রহে-
হৃদয় মাঝে তারে পাবি
ডাকলে নয়ন জলে।

তুমি গাইবে ব'লে গান
আমি সুর বেঁধেছি তারে—
তোমায় ডাকছি
বারে বারে—
আমার সুর সাধনা সফল হবে
তুমি এসে গাইবে যবে
মাণিক-প্রদীপ জ্বলবে তবে
আমার হৃদয় দ্বারে।

কে রে মায়াবি!   এলি দরদী
বীণা হাতে!
প'রে শেফালি,   জ্বালি দীপালী
আজি রাতে।
ঝরা ফুলের মালা গলে—
হীরা মাণিক ওঠে জ্ব'লে—
তোর হিয়ার দোত্বল দোলে—
দিলিরে মোর
আঁখি পাতে।
সে যে ভরা করুণা প্রেম-বরুণা
রহে বুকে তোর-
সাথে সাথে।

আমায় তুমি
আঘাত দিলে
সেই ত' আমার
ভাল।
জ্বালিয়ে দিলে
বুকের মাঝে
গভীর তলে
আলো।
গভীর খাদে
ধূলার মাঝে
ছিল হীরার
কণা—
সেই ত' আমার
গোপন কথা
ছিল নাক'
জানা—
তোমার ব্যথায়—
খুঁজে সেথায়—
তাই ত' জানা
হ'ল।

তুমি আমার বীণার তারে—
সুর দিলে যে বারে বারে—
আমি গাইতে জানি না।
তুমি আমার বুকের মাঝে
দেখা দিলে সকল কাজে
আমি তোমায় ফিরিয়ে দিলাম
দিয়ে বেদনা—
আজকে বুঝি আপন ভুলে
তাই ত' ভাসি নয়ন জলে
হে দরদি ! হে মরমি !
আমায় কর' মার্জ্জনা।

রঙীন-ফাগুন
এলো কি বনে ?
ধরালো কে সে
ফুলের রঙে ?
ফুটেছে বকুল
বিরহ ব্যাকুল—
দোলে সে দোদুল
দখিনা সনে।
তুলেছে গুঞ্জন
কুসুম-রঞ্জন,
ফুলের স্পন্দন
ছুটেছে বনে।
গাহিছে পাখী
পরাগ মাখি—
দোলে যে শাখি
আপন মনে।
ও প্রজাপতি!
পেলি কি সাথী ?
ভাই কি মাতি
গেলি পবনে ?

রঙীন-ফাগুন মোরে
পথ ভুলালো—
আনমনে মোর
দিন বিতালো।
প্রিয় আশে
আমি রহি বসে—
দিনের আলো যে মোর –
নিভে গো এলো!
ফুল ধ'রে
ওগো গেল ঝ'রে—
কবরী আমার হায়
শিথিল হ'ল!

ফাগুন আগুনে ছিল
এত যে জ্বালা—
আগে ত' বুঝিনি সখি—
গাঁথিনু মালা—
আমার প্রণয় হার
পরাবো গলায় তার—
ছিল মনে, একবার
পেলে নিরালা।
সে ত' সখি গেছে চ'লে—
আসে না এ পথে ভুলে—
দিয়ে গেছে শুধু মোর
হিয়ারে দোলা।

কবে যে এলো ফাগুন
কবে যে গেল চলে—
জানি না সখি আমি—
মোরে না গেল ব'লে।
কবে যে কোকিল কালো—
ফুটালো বনে আলো,—
কবে যে স্বপন-তরী
ডুবিল' অতল তলে!
কবে যে হৃদ-ছায়া—
লাগালো প্রেম-মায়া—
কবে যে তরুণ তনু
বিকালো অবহেলে—
কবে—নাহি জানি আমি
রবি হ'ল অস্তগামী!
কবে যে ফুটে মুকুল
ঝরিল আঁখি জলে।

তুমি ফাগুন হাওয়ায়
প্রেমের দোলায়
দোলালে ফুল-বন।
আবীর খেলায়ে
তোমারি লীলায়
রঙালে রঙে রং—
আমি ঘুমে স্বপনে
গাঁথিয়া মালা—
ছিনু বিজনে
ভরিয়া ডালা—
তুমি এসে গোপনে
ধীর চরণে—
মোর ভাঙ্গিলে স্বপন!
ওগো মায়াবি!—
একি ছলনা!—
প্রেম মিলনে
কেন বেদনা?
অজানা ব্যথায়
তবু কেন হায়—
কাঁদে মম মন!

বসন্ত প্রাতে নূপুর বাজে
রুণু ঝুনু ঝুন্
মন ভুলাতে ভ্রমর গাহে
গুন্ গুন্ গুন্
সেই সুর শুনে হাসে মনে মনে
পূরব গগনে কমল-রঞ্জন।
কমল-কলি চাহে আঁখি মেলি
সরম ভুলি খোলে অবগুণ্ঠন।

ডাকে বুল বুল—
বনে ফোটে ফুল—
মধুর মৃদুল
বহিতেছে বায়।
এলো কি ফাগুন?
বন রুণু ঝুন্
অলি গুন্ গুন্
মদিরা মাখায়ে!
ঝরে ঝির ঝির
ভোরের শিশির—
চাঁদিমা অধীর
বন মুরছায়—
বাজে যে বাঁশরী—
সুরের লহরী
কেঁদে যায় ফিরি—
বলে, আয়! আয়!

আজ হোলি—আজ হোলি—
ফাগুনের বনে বনে
উঠছে আগুন জ্ব'লি।
কুসুমে কুসুম সনে—
খেলছে হোলি বনে বনে—
ফাগে ফাগে উঠলো র'ঙে
বৃন্দাবনের গলি।
আজ হোলি—আজ হোলি।
যমুনার কালো জলে
ভ'রে গেল' লাল গুলালে—
ফাগ দিল' যে নন্দলালে
গোপীকারা ধরি।
আজ হোলি—আজ হোলি—
ঢেউ খেলে যায় বুকের মাঝে
হৃদ-যমুনার, ভরা সাঁঝে
বাক্ সরে না মুখের মাঝে—
কী কথা তায় বলি ?
আজ হোলি—আজ হোলি।

আজি সুন্দর এলো কি
ফাগুন বনে ?
পাতায় পাতায় বন-বীথিকায়
ভরিয়ে দিলো কে
কুসুমে, রঙে ?—
কোকিল সু-কণ্ঠে
করিতেছে বন্দনা—
ধরণী যে বক্ষে
বোনে মায়া-কল্পনা—
কার প্রেম লাগি ওঠে অনুরাগী
বিশ্ব পুলকে—
শুভ-লগনে !

এ বন্ধ দুয়ারে—
কে ওঠে রে ডাকি ?
মম স্বপ্ন শিহরা
সুপ্ত দু' আঁখি—
কার গীতি ছন্দে সে পরশ গন্ধে—
উঠিলো রে জাগি
প্রেম-মিলনে !

ওরে কুঞ্জবনে—
বসন্ত ফিরিয়া আইলো রে—
মলয়া সনে
মধুপ কি গান গায়িলোরে !—
ওরে, সুদূরের পাখী
উঠিলো যে জাগি—
ঐ কার বাঁশী—
বাজে কার লাগি !
মরমের ব্যথা কহে না সে কথা—
মরমের মাঝে জাগিলো রে !
ঐ ফাগুনের বনে
ওঠে ধূপ জ্বলি'—
স্বপনের রঙে
কে খেলিছে হোলি !—
গাঁথা ফুলহারে দিলো সে কাহারে—
সে কি তারে ফিরে পাইলো রে ?

এসো হে সুন্দর!
ফাল্গুন রাতে—
মলয়া মধুর
জ্যোছনার সাথে।
এসো হে—ফুলভরা
শ্যামল বিতানে—
এসো হে হৃদয়ে—
মরমের গানে—
এসো হে—তৃষিত
আঁখির পাতে।
এসো গো প্রেমিক—
মম মধু-যৌবনে—
এসো হে প্রিয় মোর—
সুখ-স্মৃতি স্বপনে—
এসো মোর দয়িত!—
হৃদি বেদনাতে।
এসো হে সুন্দর!
ফাল্গুন রাতে।

চৈতি রাতে আমের মুকুল
প'ড়ছে ঝ'রে আম বাগানে।
বসন্ত আজ ফুলের ডালি
এনেছে রে মন যোগানে।
ডাকছে দূরে কোকিল বধু—
অলি সুধায় দে রে মধু—
কইছে কথা গুন্ গুনিয়ে
গোলাপ বধুর কানে কানে।
দখিনা আজ ধীরে ধীরে
গান গেয়ে যায় নদীর তীরে—
শুনে তাহার প্রণয় বাণী—
চাঁদ হাসে ওই নীল বিমানে।

প্রিয়! গভীর আঁধার রাতি!
তোমার বিরহ ছন্দে
রজনী গন্ধে
উঠেছে পবন মাতি—
আমি বন্ধ দুয়ার খুলি বার বার
ভুলে, যদি তুমি এসো একবার—
আকুল পরাণ লবে হে আমার
তোমারে হৃদয় পাতি।
জ্ব'লে নিভে এলো জীবন প্রদীপ—
হৃদয়-কাননে ঝ'রে যায় নীপ—
ওগো তোমা বিনা
থেমে যায় বীণা
এসো মোর—জীবন মরণ সাথী!

সজনি ! রজনী যে মিছে যায় !—
প্রাণ মম প্রেম চায় ।—
সেই যে মধুর বীণ
বেজেছিল একদিন,—
আজো আঁখি পল-হীন
সেই স্বুর মমতায় ।
সেই যে আকুল ভরা—
পরাণ উদাস করা—
বাজে স্বুর আজো কানে—
কাননের ছায়ে ছায়ে ।
বনে সোণার হরিণ এসে—
পথ ভুলায়ে গো শেষে
চলে গেল কোন্ দেশে—
সেই স্বুর অজানায় ।

প্রিয়! তোমার বুকে

শুধু আমার নামটী লিখো—

ভুলে যদি যাও হে প্রিয়—

শুধু ভুলে নামটী দেখো।

অতীতে স্মৃতির ব্যথা—

আনে যদি ব্যাকুলতা—

মুছে নাহি ফেলো প্রিয়—

তোমার বুকের মাঝে রেখো।

হিয়ার দুয়ার ঠেলে
পথিক আমার এলো।
আঁধার ঘরে আছি বসে—
প্রদীপ জ্বালা নাহি হ'ল।
ভোরের বেলার ভরা ডালা—
শুখায় গেছে গাঁথা মালা—
এখন তারে কি দিব রে!—
আছে শুধু আঁখি জল।

প্রিয় ! ভুল ক'রে—
কেন ডাকো ?
ফিরে যেতে চাও—
যাও ফিরে যাও —
মিছে কেন
চেয়ে থাকো !
তোমার স্মৃতিটী ল'য়ে,
সুখে আমি রবো—
ব্যথা দিয়ে যাও চ'লে—
কিছু নাহি কবো—
সারা জীবনের ভুলে
লুকায়ে বুকের তলে-
(তুমি) বেদনা পেয়ো না প্রিয়—
এ মিনতি রাখো।

হে উদাসী পথিক!
এলে তুমি মোর
স্বপন জড়িত মগ্ন-ধ্যানে—
পিকের কণ্ঠে জাগায়ে কাকলী
নব ফাগুনের সে ফুলবনে।
তোমারি পরশে চিত-সরোবরে
রক্ত-কমল উঠিল' ফুটি—
অন্ধ হিয়ার বন্ধ দুয়ার
হর্ষ ভরে, পড়িলো টুটি;
চন্দ্র, তারকা, উজল তপন—
আবহান গীতি গাহে গগনে।
আজি যে গো তব
বিজয়োৎসবে—
আনন্দেরি গান
গাহিতে গো হবে—
তাই হৃদি তারে ওঠে বারে বারে
সুরভি সে তান, দোলায়ে মনে।

তুমি কত আলো জ্বেলে দিলে
আকাশের গায় !
দু' আঁখি ভরালে মোর
কানায় কানায় !
সাত রঙা ধনু
তুলে ধ'রে নীল গগনে—
মোর বুলায়ে নয়ন স্বপনে—
এলে তুমি আজি সুন্দর মম—
পরাণে আমার পুলক জাগায়ে।
ঐ গোধূলির মায়া-কাননে—
ফুটালে যে হাসি, ফুল আননে—
ভ'রে গেলো মন, সারাটি ভুবন—
সুন্দর, তব পরশ লেখায়ে।

আর ত' বাঁশী বাজবে নাকো
তমাল বনের জ্যোছনায়—
তবে কেন নীপের বনে
দীপের আলো প্রাণ কাঁদায় !
আর ত' সখি আসবে না সে
হিয়ার যবনিকা তুলে—
তবু ও গো তারি কথা
কেন নাহি যাই ভুলে—
শুনিলে বাঁশীর গানে—
কেন ছুটে চলি যমুনায় !
রঙীন ফাগুন এলে
তারি সুর দেয় জ্বেলে—
ভাসি যে নয়ন জলে—
ওগো বুক ভরা বেদনায়।

আমি ফুলমালা গেঁথে নিতি
দেব' নীল যমুনায়—
সে যদি আসে গো কভু
তুলে নেবে সে মালায়
ভুলে যাওয়া মোর স্মৃতি—
যমুনার কল গীতি
জানাবে আমার কথা—
তার বুকে, বেদনায়।

নিরাভরণা কেমনে যাবলো সখি !—
কি বলিবে সে মোরে, যমুনার ঘাটে দেখি !
সজনি ! মিনতি করি—
সাজালো যতন করি—
আন্ মোর গাগরী—
সে সেথায় একাকী।

জল ফেলে সই জলকে
ছল করে সই আর সাজে না।
পিছল পথের তমাল ছায়ে
মিলন-বাঁশী আর বাজে না।
তটিনীর শ্যামল তটে—
ভাঙ্গা ঘাটের রূপের হাটে—
শিখি চূড়া পীত ধড়া
চিকণ কালা আর রাজে না।

তুলে নে গাগরী সখি—
চল যমুনা—
দিনমণি ডুবে গেল'
এলো জোছনা—
ঐ তরু বীথি ফাঁকে
শোনা যায় নদী বাঁকে
কাহার মধুর বাঁশী—
সুর সাহানা।

আমি কেমন ক'রে জল্‌কে যাব
সন্ধ্যা এলো ছেয়ে—
হিয়ার কোলে পবন দোলে
গানটী গেয়ে গেয়ে—
ওরে, ডাক দিল কে
বাঁশীর সুরে—
নীল যমুনার তটে—
চাঁদ হেসে যে
উঠলো ওরে—
সাঁঝ গগনের পটে—
আমি কেমন ক'রে যাব একা—
পথে তারি মিলবে দেখা—
সে মন ভুলানো বাজায় বাঁশী—
আমার পানে চেয়ে।

এসো গো আমার নন্দ তুলাল !
এসো গো আমার যশোদা গোপাল !
এসো হে আমার গোপের রাখাল—
এসো হে আমার আঁখির কোণে।
এসো গো আমার বংশীধারী !—
এসো গো আমার ব্রজের কাণ্ডারী—
এসো রাধা মনোরঞ্জনকারী—
এসো হে হৃদি-বৃন্দাবনে।
আর যমুনা পুলিনে বাজে না বাঁশরী—
আর ব্রজ নারী ভরে না গাগরী—
শূন্য এ পুরী—এ ব্রজ নগরী
হ'য়েছে শ্মশান, শ্যাম তুহুঁ বিনে।

তোমার কথা ভুলতে গিয়ে—
কণ্ঠে আসে তোমারি নাম।
আমার সকল ব্যথার গানে
বেজে ওঠে তোমারি গান।
ও পারের ওই আলোর মাঝে—
হেরি শুধু তোমার হাসি—
কে যেন রে হৃদয় মাঝে
বাজায় মধুর বেদন-বাঁশী—
সেই সুরে মোর হিয়ার তারে
বাজে শুধু তোমারি তান।

রেখেছি অর্ঘ্য— তোমারি তরে—
প্রিয় তোমারি তরে।
সুন্দর— তোমারে লইব' ব'রে—
মোর হিয়ার 'পরে।
হৃদয়-কাননে ফুলে ভরি ডালা—
গেঁথেছিহে মালা, স্বপনে নিরালা—
এসো হে প্রিয় মোর—
হরো দুখ জ্বালা—
হেরিব ও রূপে—
আজি, দু আঁখি ভ'রে।

তোমারি বিরহ ব্যথা—
কেমনে সহি গো বল ?
নিশীথে বিজন বনে
পবন বহে চঞ্চল।
ফুটে ওঠে হৃদে মম—
তোমারি ও মুখ কম—
সারা নিশি কেঁদে কেঁদে
শুখালো এ আঁখি জল।

বাদল ঘন ঘটা ঘোর—
তাহে— পাপীয়া মাতালো সখি, সোর·
আমি যে বিরহী—
একেলা রহি—
কেমনে করিব এ নিশি ভোর ?—
বঁধুয়া বিদেশে—
নাহি লিপি আসে—
কেমনে বুঝাবো মনেরে মোর ?
আজি— এ ভরা বাদলে—
মেঘের মাদলে
মনে কি করে সে
মোর আঁখি লোর ?

ওরে, কেয়া বনে গাইছে কে গান—
মেঘ ভরা আজ বর্ষা রাতে।
ওরে, কোন্ মায়াবী মায়া-কাজল
প'রে এলো ঐ আঁখির পাতে।
উতাল বায়ু দ্বন্দ্ব তোলে
হিয়ায়ে আমার ছন্দ দোলে—
বাদল ধারা তন্দ্রা হারা—
ওরে কে এলোরে গান শুনাতে ?
ঐ পিছল পথে বঁধু আমার—
এলো কি আজ খুলে দুয়ার ?—
অন্ধকারে এ অভিসার—
হ'ল মিলন মধুর, বঁধুর সাথে।

ওই শোন্—
বাদল গরজন !
দুরু দুরু কম্পন
        হিয়া মোর রে—

পিয়া না এলোরে
        ঘরে ফিরে—
কেমনে বুঝিবে
        মম মন ?

বাদল ঝরে, ধীরে-ধীরে—
কামিনী কেয়ায় বায়ূ বহে যায়—
সুন্দর বুঝি এলো ফিরে ?

শিহর লাগে নীপের বনে—
পরশ ব্যথা জাগে কি মনে ?
ভরিল মুদিত নয়ন কোনে
কেন রে আজি নীরে নীরে ?
বিহগ সঙ্গীত গেছে কি ভূলি ?—
বিরত গুঞ্জন নীরব অলি !—
গন্ধ পরশে নয়ন মেলি
কেনরে চাহে ফিরে ফিরে ?

বাদল দোলায় দোদুল দোলে—
বনের মাঝে বেল যুথিকা।
কেয়া বনে ডাকছে ভ্রমর—
গেঁথে দিতে ফুল মালিকা।
স্বপন-ভরা মেঘের রাতে—
দেখা হ'ল চাঁপার সাথে—
কালো ভ্রমর মন ভুলাতে
লয় না কেন সেই কলিকা?

কেন এনেছিলে বসন্ত এ বুকে—
কেন এসেছিলে ভরা জ্যোছনায় ?
ভালবাসা দিয়ে আকুল অন্তরে
কেন চলে গেলে ঘন বরষায় ?
সোণার-প্রদীপ কেন জ্বেলেছিলে—
আকাশ-কুসুমে কেন হে ফুটালে ?
মম হৃদি-তারে, কেন বারে বারে—
বাজালে গো দুখ-বেদনায় ?

সখি !   গেছে চ'লে কত ফাগুন,
কত বরষা রাতি,—
জ্বালায়ে পরাণে আগুন।
বিনা সাথী—শুধু কাঁদি—
আকুল হৃদয় বাঁধি—
ওগো কেমনে বুঝাবো মনে—
বাড়ে সে জ্বালা দ্বিগুণ !
র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে—
কেমনে ভুলিব' তারে—
সে মন কেড়ে নিয়েছে রে—
তার আঁখিতে কি ছিল গুণ !

আমি শ্যামল দ্বীপের কমল বনে
নিতুই বাঁধি বাসা !
আমার হিয়ার দোলে মলয় এসে
দেয় যে ভালবাসা।
সেথায় সোণার হরিণ ছুটে এসে—
গান শুনে যায় ভালবেসে-
সেথা, মধুমাস ফুলবাসে
জাগায় সুখের আশা।
ওগো আমার গোপন হিয়া !
ওগো আমার মানস-প্রিয়া !
আমি যে আজ তোমার মাঝে
না পাই খুঁজে ভাষা !

এলে,—প্রিয় আজি এলে—
আমার দুয়ারে ভুলে ;—
দখিনা সাথে মায়ার রথে—
মোর মম-বাতায়ন খুলে।
তোমারি নর্ত্তন ছন্দে—
মম এ হৃদয় মন্দ্রে
ভরালে, সুবাস গন্ধে—
চন্দন ফুলে ফুলে।
ওগো—ও পরাণ বঁধুয়া !—
মোর সফল ক'রেছ
সকল চাওয়া—
তুমি নিখিলে ভুলালে
তোমারি হিন্দোল দোলে।

গেছে যে ফাগুন চ'লে—
ওরে আমারে না ব'লে।
আর ফোটে না ফুল-শাখি—
গাহেনা বনে পাখী—
আর দোলে না বন-লতা
হিয়ার দোলে।
আর হৃদে নাহি বাজে বাঁশী—
ঝরেনা অমিয় রাশি ;
সে রেখে গেছে, শুধু মোর
আঁখি ভরা জলে।

তোমারি স্মৃতির নীরব-আরতি—
জাগিছে হৃদয়-মন্দিরে।
তোমারি প্রেমে পল-হারা আঁখি—
আজো সে চরণে বন্দী রে।
এ হৃদি বিরহী
প্রেমের ভিখারী—
চাহে তব প্রেম
এ দীন পূজারী—
তোমারি যে লাগি এ মন-উদাসী
(আজো) বাজায় প্রেমের মঞ্জীরে।

পূর্ণমিলন—আজি পূর্ণিমা রাতি!
গীতি-গন্ধ রূপ উঠিলো রে ভাতি।
নীপ তমাল তরু পুঞ্জিত কুঞ্জে—
উঠিছে কি সে মূরলী
গুঞ্জে গুঞ্জে?
বৃন্দাবনধন এলো কি এ কুঞ্জে?—
ফিরিয়া পেনু কি মোর
জীবনের সাথী!
কেন আজি চঞ্চল মম মন-যমুনা—
উথলি উঠিছে কেন বুকভরা কামনা—
সঞ্চিত ছিল' কি রে বঞ্চিত বাসনা!
কেন সে উঠিছে আজি
কল্লোলে মাতি!

সে কি রে আসিবে ফিরে
এ বিজন কুটীরে ?
জ্বালিয়া প্রণয়-দীপ—
হৃদয়-মন্দিরে !
শূন্য দেউলে—
তারি বেদী তলে—
ব'সে আছি একা—
আঁখি ভরা জলে,—
সে কি লবে তুলে গো—
ছিন্ন এ মালাটীরে ?
আরতির ধূপ
জ্বলে নিভে যায়—
ঘিরে এলো
ঐ গভীর ছায়ায়ে
জীবন-প্রদীপ,—
নিভে এলো ধীরে ধীরে !

তন্দ্রা! আয়—আয় নেমে আয়—
আঁখির পাতায়—
তোর রূপের ঐ রূপোর কাঠি
ছুঁইয়ে দেরে মনের মায়ায়
বিশ্বের দুখ জ্বালা
নিঠুর পীড়ন—
ভুলিয়ে দেরে মোরে
ওরে ও স্বপন!
ওরে করুণ! চির তরুণ—
তুই যে মোর আপন—
আয়! নেমে আয়—আয় নেমে আয়!—
চোখের কানায়
বুকের ছায়ায়!—

কে রে আমার—
সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দিলি
আঁখির পরে !
স্বপন মাঝে আপন-হারা—
ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে।
ওরে কোন্ সুদূরের
পরী এসে—
ঘুম ভঙ্গালি
ভালবেসে—
রক্ত-গোলাপ ফুট্‌লো কি তোর
বাঁধন-হারা বুকের পরে ?
ওরে মন ভুলালি
মায়া-ছলে !—
তোর গানেরি
ছন্দ-দোলে—
উঠলো বেজে তালে তালে
বুকের বাঁশী করুণ-স্বরে।

ওগো নিঠুর ! ওগো করুণ !
এই ক'রেছো ভালো—
আমার বুকের আঁধার কোণে—
জ্বালিয়ে তোমার আলো ।
ছিলাম আমি কাঁটার বনে,—
নিলে বুকে টেনে—
তুমি সকল ব্যথার ব্যথী হ'লে—
আমার হৃদয় জেনে—
তুমি দিয়ে দিলে, হ'রে নিলে—
দুখের জঞ্জাল ।
আমার চিতে চিতা জ্বলে—
নিভাবে কি চোখের জলে ?
ওগো নিঠুর !—এই কোর' না—
জ্বালো—আরও জ্বালো !-

ওরে আয়! আয়! আয়!
ফিরে আয়!
ঐ সন্ধ্যা-ছায়া এলো যে ঘনায়ে!
নীলিমার বুকে ডুবে যায় রবি—
আকাশে মিলায় মুগ্ধ সে ছবি—
কোন্ অপরূপ জালে রচিছে কে কবি
দিগন্ত প্রসারি কূহক মায়ায়!
ওরে কোথায় রহিলি অজানার দেশে!
কে লইবে তোরে বুকে ভালবেসে?
কোথা যাবি ভেসে অকূলেতে শেষে—
ঐ গভীর সাগরে, দিক হারায়ে!

ওগো মন-মন্দিরে জ্বালো ধূপ আলো।
কেন গো মেখেছো হৃদে, কাজল কালো!
চারিদিক আঁধারে
জ্বালো চাঁদ-দীপালী ;—
ভোরের সোণালী মাখা
হও ঝরা শেফালী ;—
ছিঁড়ে ফেলো আঁধারের
ঘন মায়া-জাল'।
ফুটাও মধুর হাসি
সে তুহিন মিহিরে—
বাজাও প্রেমের-বাঁশী
ঐ হৃদি-গহিরে—
সুরে সুরে ভ'রে যাক—
দিক-চক্রবাল'।

আর কেন রেখেছো ভবে—
কর' অবসান !
তোমারি আলোর সুরে—
গাহিতে দাও গান।
কত বিরহ দিবস, দীরঘ বরষ
গেল' যুগ, পথ চাহি—
কত হৃদয় আঘাতে ঝরিল' সে ক্ষতে
অশ্রু নয়ন বাহি—
ওগো দয়াময় ! হও হে সদয়—
কৃপা কর' মোরে—করুণানিধান !
আমি যে পাতকী
অতি দুরাচার—
তুমি পুণ্যময়
প্রেমের আধার—
সহিতে পারি না পাপের তাড়না—
এসো হে দয়াল—ওগো ও মহান !

এলে যে গো তুমি,
স্মরণ ক'রে—
আমার মনেরে
হরণ ক'রে !
লবে কি তুলে
ব্যথার-ফুলে—
তোমারি ও রাঙা
চরণ' পরে !
তুমি যে আমার
হৃদয়-আধার—
অরূপের মাঝে
হও রূপাকার—
পরাণ আমার
চাহে বার বার—
তোমারে যে নিতে
বরণ ক'রে।

আমার অন্ধ-হিয়ার বন্ধ-কারা
দাও হে খুলে—দাও হে খুলে।
আবার তেমনি সুরে বাজাও বাঁশী,
নীল যমুনার কূলে কূলে।
গভীর তিমির অমার রাতি—
দাও গো জ্বেলে প্রেমের বাতি—
আবার তেমনি আলো জ্বলুক নিতি—
(মোর) আঁধার ভরা মন-গোকুলে।
এসো আবার নীপের বনে—
আমার মানস-বৃন্দাবনে,
আবার, তেমনি ক'রে খেলবো হোলি—
আমার হৃদয় রক্ত-ফুলে।

আমার হিয়ার ঝরা ফুল তুলে—
তুমি মালা গেঁথে প'রেছো।
অন্ধ ভিখারী পথিক যে আমি—
তুমি কাছে এসে ব'সেছো।
কেহ ত' আমারে ফিরে চাহে নাই—
ত্রিভুবনে মোর ছিল' না-ত' ঠাঁই—
তব ছায়াতলে বসায়ে আমারে—
হেসে কত কথা ক'হেছো।
যেতে ছিনু আমি বিপথে যে ভুলে—
তুমি যে দরদী নিলে বুকে তুলে—
মরুতে আনিয়া সাগরের বারি—
(হৃদে) ভালবাসা ঢেলে দিয়েছো।

আমি তোমারি লাগিয়া, বরণের মালা—
বুকে ধ'রে মোর রাখি।
উদাস পরাণে ব্যাকুল নয়নে—
পথ পানে চেয়ে থাকি।
ওগো প্রিয় মম
হে জীবন-স্বামি!
তুমি যে দেবতা—
পূজারিণী আমি—
থেকো না ভুলিয়া—রাখো গো চরণে—
শরণে লহো গো ডাকি।
আঁধারের মাঝে, হই দিশা হারা—
অকূল-সাগরে—তুমি ধ্রুব তারা—
নিয়ে চলো মোরে প্রেম-দীপ ধ'রে-
ওগো—খুলে দাও মোর
এ অন্ধ দু' আঁখি।

আমি বসে আছি
পথের মাঝে,—
নিয়ে রিক্ত-হৃদয়।
তুমি আসবে কি হে
এই পথে মোর,—
হে নিরদয়!
হে নিরদয়!
আমার মনের
বকুল-মালা—
জীবন-দীপে
সন্ধ্যা জ্বালা—
ব্যর্থ হবে— বিফল যাবে
তুমি না এলে নিশ্চয়!

বধু! দুখ ডেকে কেন আনো ?
মম মরম-বীণায় কর' গান।
তব সঙ্গীত ছন্দে,
হৃদয়-মন্দ্রে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে—
ফুটাও গভীর তান।
তব সুমধুর হাস্যে—
লীলায়িত লাস্যে—
কর বধু মোরে আজ—
প্রেম-সুধা দান।

হৃদ্-পেয়ালায়ে সরাব ভ'রে
দে রে আমায় মাতাল ক'রে–
ওরে বুকের ব্যথায় যাব' ভুলে—
রইবো আমি নেশার ঘোরে।
আয় সাকিনা! গুল্‌বদনা—
উড়িয়ে আয় রঙীন ডানা
তোর হৃদ্ সরাবে আঙ্গুর দানা
লাল বেদানা উঠুক ভ'রে।
ওরে, বুল্‌বুলিরে বল্‌না ডেকে—
শিশ্‌মহলে উঠুক জেগে—
হাস্‌না হেনার গন্ধ যেন
কেউ রাতে না চুরি করে।

(হিন্দী গান।)

লাল পারীয়াঁ খেলে হোলী—
উন্‌কী কিত্‌নী মিঠি বোলী !
গুলাল-রঙ্গ-ভরী পিচ্‌কারী—
মেরা সারা বাদান্‌ মে মারী—
উন্‌কী ভিঙ্গী নীলি চোলী।
ঘুঙ্গুরু বাজে রুণু ঝুনু ঝন্‌—
খো দিয়া মেঁ তন মন ধন্‌—
শ্যামল্‌ বন্‌ মে কোয়েলা পুকারে—
দেতি মুঝ্‌কো গালী !

সখিরে— মরম ব্যথা—
বুঝিল' না সে মরমে !
আকুল পরাণ মোর—
হেরিল' না সে নয়নে !
আমার সাধের মালা—
গেঁথেছিনু যে নিরালা—
গলেতে নিলেনা তুলে—
দলে গেলো সে চরণে।
আমার এ ফুল ডালি—
মিছে তাহে অশ্রু ঢালি !
শুখালো হৃদয় তাপে—
দুখ ভরা সে বেদনে।

বসন্তে বাদল এলো—
সখি, কী বিষম দায়!
আমার রঙীন ফুল—
মন মাঝে ঝ'রে যায়।
অধীর সমীর বহে—
কাননে কি ফুল রহে!
লুটালো ধরার বুকে—
কত দুখ বেদনায়!—
নীরব পিকের কথা—
মরমে যে বাজে ব্যথা—
আমার এ আকুলতা—
কেমনে জানাবো তায়!
আকাশে সজল কালো—
আঁধারে ছেয়েচে আলো—
আমি যে একেলা ঘরে—
বঁধু নাহি এলো হায়!

ওরে বেলা এলো প'ড়ে—
পারে একা যাবি কেমন ক'রে ?
ঐ রাঙ্গা রবি অস্তে পড়ে ঢ'লে—
আকাশে ঐ তারার প্রদীপ জ্বলে—
সাঁঝের আঁধার এলো নেমে—
শেষে—কাঁদ্‌বি অঝোর ঝরে।
চল্‌রে পথিক চল্‌!—আন্‌রে বুকের বল–
তোর বন্ধ আঁখি খোল্‌রে পথিক—
হাতটী আমার ধ'রে।

তোমারি স্মৃতির আলো,
ফোটে যে আমারি গানে
বুকে মোর কাঁদে বীণা—
ব্যথা ভরা অভিমানে।
জীবনে যা দাও নাই—
মরণে দিয়েছো তাই—
অমর ক'রেছো প্রেমে—
তোমারি সে মহা দানে।

ওরে ও শমন !—
কেন প্রাণ কাঁদে অকারণ ?
মরণ !—সে ত' নয়কো মরণ—
সে যে জীবের জাগরণ।
কেন পলে পলে ওঠে জাগি
ভীষণ ভয়, মৃত্যু লাগি !—
কেন এত চঞ্চল মতি—
দুর্ব্বল মন !
মম অবোধ এ মূঢ় চিত—
বৃথা শঙ্কিত মৃত্যুভীত !—
আনো তুমি ঐ নূতন আলোকে—
অরূপ নব জীবন।

আমি যাব সেই দেশে—
যেথা চিরঃ বসন্তে মলয়া হাসে।
যেথা, নাহিক' বিষাদ—তুখ অবসাদ—
হৃদয় সবারে ভালবাসে
যেথা সে আলোকে
রহেনা আঁধার—
ভেঙ্গে চুরে পড়ে
হৃদি কারাগার—
প্রেমের সে দীপ জ্বলে চিরদিন—
চন্দন ফুলবাসে।
সেথা পুতিগন্ধময়
কামনা নিচয়—
হোমের অনলে
পুড়ে ছাই হয়—
এ দহন জ্বালা— সকল ভুলায়—
মহা পাতকীর পাপ বিনাশে।

দখিনা পবন বহিছে সঘন—
শিহর জাগায়ে আমার প্রাণে!
গাহিছে পূরবী কোকিলা গরবী—
আকুল পরাণ তাহারি গানে---
কাননে কাননে গগনে গগনে—
রঙীন ফাগুন গাঁথিছে মালা—
মরমে মরমে জীবনে মরণে
দিতেছে আমারে কত যে জ্বালা!
নয়ন পলকে সে রূপ ঝলকে—
ভাঙ্গিছে আমার গভীর ধ্যানে।

ওলো শেফালি ! জ্বালি দীপালী—
কোন্ কাননের রূপ জাগালি ?
মুকুতা হারে দিবি লো কারে ?—
কালো ভোমরে কেন মাতালি ?
প্রজাপতি করে মিনতি—
চায় সে নিতি তোর মিতালি।
চাঁদের কণা এনে জ্যোছনা
দিলে কে, সোণা-রূপ উজ্বালি !

এসেছে দেবদাসী—
খোল' হে দুয়ার—
মম প্রেম মালা
লহো উপহার।
তব মহা-মন্ত্রে
হৃদয় তন্ত্রে—
ধ্বনিছে রণিছে
এ বীণার তার।
ঐ রূপ-সাগরে—
ডুবে আমি যাবো রে
ফিরে নাহি চাবো রে
আঁখি খুলে আর।

কী হবে জ্বালিয়া দীপ
আঁধার কুটীরে মোর !
আলোক প্রভার চেয়ে
ভালো এ আঁধার ঘোর।
জাগিলে দহন জ্বালা—
গাঁথি মিছে প্রেম মালা—
ঘুমালে স্বপন মাঝে
হেরি সে মূরতি তোর।
স্বপনে তোমারি সাথে—
কাটাই মধুর রাতে—
পরাই প্রণয়-মালা—
জাগিলে ছিঁড়ে সে ডোর।
আঁধারে তুমি যে এসো—
বু'কে ধ'রে ভালোবাসো—
প্রভাতে আলোর মাঝে
ঝরে পড়ে আঁখি লোর।

ফুল বনে যে ফুল ঝ'রে যায়, হায়!
ঝ'রে পড়ে চাঁপা পারুল—
কুড়িয়ে নিবি আয়।
আয় লো সখি আঁচল পাতি
কুড়িয়ে নে লো বেল মালতী
বিনি সূতায় মালা গাঁথি—
ভরি লো ডালায়।
ফুলের মধুর গন্ধেতে—
ভ্রমর হ'ল অন্ধ যে—
দিশা হারা পাগলপারা—
ভরা জ্যোছনায়।

নীপের বনে আঁধার কোনে—
কে সে বাজায় বাঁশী নিরালা ?
আমি ভরি গাগরী ঘরেতে ফিরি—
সহেনা যে মোর এত গো জ্বালা।
বাঁশীর গানে মরি মরমে—
কে রে বিপিনে চিকণ কালা ?
মোর ভরা গাগরী, গেল যে পড়ি—
বিপদ ভারি এ পথে চলা—
ওরে যেতে বলনা—সে কি যাবে না ?
চল্‌লো সখি, মিছে সে বলা।

আজ আমার অভিসারের রাতি—
পেয়েছি আমার সাথী-
ও পারে ওই তমাল ছায়ে—
মিলন বাঁশী ঐ যে গায়—
"আয় রে বধু আয় রে আয়-
ওরে আমার সাথি!"
সুর বলে সে "আয় রে চ'লে
গন্ধ-হারা ছন্দ ফেলে,—
দুলিয়ে দে রে হৃদয় দোলে
আমার রূপের বাতি।"
সেই সুরের আজ আলো জ্বেলে—
হৃদয় আমার দুয়ার খুলে
চলে, সে যে দোদুল দোলে—
আনন্দেতে মাতি!

আমার মনের
গোপন অভিসার—
ওগো মালায় মালায়
তুল্‌বে গলে তার—
পিযুষমাখা জ্যোছনাতে—
কুসুম পেলব আঁখির পাতে
মিলন হবে বিজন রাতে—
খুলবে বনের দ্বার।
ফুলে ফুলে উঠবে দুলে—
ছুটবে সুবাস বন বকুলে—
আমার মালা দুলবে গলে
পরাণ বঁধুয়ার।

আমার অভিসারের মালা—
শুখিয়ে যেন না যায় বঁধু—
পেয়ে বুকের জ্বালা—
তুমি আসবে রাতে—সোণার রথে—
আমি রইবো বসে বিজন পথে—
জ্বালিয়ে হৃদয় মণিকোঠায়
তোমার রূপের আলা।

এসেছে পূজারিণী
মন্দির দ্বারে—
ডাকিতেছে তোমারে
সে যে বারে বারে।
ওগো, খোল' গো দুয়ার—
লহো উপহার—
এনেছি চরণে, দিতে প্রেমহারে।
জ্বেলে সুখ-দেউটী—
সাজায়েছি থালাটি—
বরণের মালাটী গাঁথা হৃদি-তারে।
ওগো, ফিরায়ে দিও না—
খোল' দ্বার খোল' না—
পথহারা একাকিনী—
ডাকে যে তোমারে।

মন্দিরে মন্দিরে
বাজিছে মঞ্জীরে—
চলো গো সখি !
বরণের মালা
ভ'রে আন' থালা—
হিয়া-দীপ জ্বালা
হ'ল কি সখি ?
সুন্দর মূরতি !
করিব লো আরতি,—
হৃদয়ের ভকতি
ঢালি গো সখি !
(মোরা) ডুবে প্রেম সাগরে
বুকে লব' নাগরে—
চরণেতে রব' রে
মুদে দু আঁখি।

ধূপ হ'য়ে মোর জ্বলবে তনু
তোমার বেদীর তলে।
হৃদয় আমার লুটিয়ে দেব'
পথের ধূলার তলে।
জ্বালবো আমি আঁধার ঘরে
হিয়ার গোপন-বাতি—
আঁধার আলোয় আসবে তুমি—
আমার চির ঃ সাথী—
আমি ধুইয়ে দেব' চরণ-ধূলায়—
নয়ন ভরা জলে।
প্রেমের ডোরে বাঁধবো তোমায়—
ওগো প্রেমিক বঁধু—
পঞ্চ প্রদীপ জ্বলবে বুকে
তোমার তরে শুধু—
ওগো পরাণ মাঝে বাজবে বাঁশী—
তোমার গানের ছলে।

তোমার পিয়াস রইলো
আমার বুকে—
হে প্রিয়তম এসো, আমার
সকল দুখ শোকে।
তোমার ব্যথায় প্রাণ কাঁদে মোর-
শূন্য হিয়ার ছিন্ন এ ডোর—
সইবো ব্যথা আর কত কাল
জলভরা এ চোখে!

সভা যখন ভাঙ্গবে তোমার—
তখন তুমি এসো প্রিয়—
নীরব যখন হবে কানন
তখন এসে মালা নিও।
ব্যথার কুসুম পড়বে ঝ'রে—
যখন সবার অনাদরে—
তোমার পরশ স্নেহভরে—
তখন বুকে দিও—দিও।

হে প্রিয়তম ! আসবে তুমি কবে ?
কোন্ লগনের শুভক্ষণে
মিলন মোদের হবে ?
গভীর নিশার অন্ধকারে—
নীরব হিয়ার বন্ধ তারে—
বাজবে বুকে তোমার গীতি যবে—
আসবে কি সেই শুভ-লগন—
হবে যখন মধুর মিলন, —
ঐ সুদূরের বাজবে বাঁশী—
আমার বীণার রবে।

আজি হৃদয়ের অন্তরালে—
মিলন-বাঁশী বল' কে বাজালে ?
ওগো সে সুরে গোপন পুরে
দোলে যে হিয়া মোর তালে তালে।
মাধবী রাতে চলারি পথে—
দেখা যে হোল' তাহারি সাথে—
নয়ন তুলে চাহিল ভুলে—
কী মোহমাখা আঁখির পাতে !—
আমার তনু বিকায়ে দিনু—
আঁকিনু ছবি আমি মরম জালে।

পেয়ে না সাড়া—
গেছে সে চ'লে—
মোরে না ব'লে
দুয়ার খুলে।
দুয়ার খোলা
রহিল প'ড়ে—
ছিনু যে আমি
ঘুমেরি ঘোরে—
পাব গো তারে—
আশার ছলে।
বৃথা যে হ'ল
গাঁথা সে মালা,
বেদনা মাখা
বিরহ জ্বালা—
আজও যে বাজে
হিয়ার মাঝে—
আমার বুকের
গভীর তলে।

পথিক! তুমি যেওনা ফিরে—
রহো গো আজি এ মধুর রাতে।
তোমারি বাঁশী শুনিব আমি—
আমার এ সুর-বেদনাতে।
আমার এ বীণা বাজিবে ধীরে—
তোমারি ওই বাঁশীর সুরে—
গোপন-ব্যথা ফুটিবে গানে—
আমার সুরে, তোমারি সাথে!
এসেছো যদি যেওনা, সাথি!
বিফল কোরনা এ মধু রাতি—
এ সুখ মিলন, টুটিবে স্বপন—
তরুণ তপন উঠিলে প্রাতে

স্মৃতির বেদনা সুখ,—আজও মনে পড়ে—
সখি ! আজও মনে পড়ে।
নিতি-সাঁজে মালা গেঁথে
পরাতাম তারে—
প্রথম-যৌবন ছিল, ফুলের পরাগ—
কত যে আদর সেধে,—করিত' সোহাগ—
রাখিত বাহুতে বেঁধে—
আমারে হৃদয়ে ধ'রে।
নয়নে নয়ন রাখি, মোর ছবি নিত' আঁকি'
কহিত, "পারি কি সখি—
ভুলিতে তোরে !"—
তার, ছুটিল' চোখের নেশা, এলো অবসাদ—
টুটিল যৌবন মোর, হ'ল রে বিষাদ—
এখন হেরিলে, সখি—
সে আর চেনে না মোরে।
সখি ! আজও মনে পড়ে।

আজ শ্যামল-বনে ফুলের সনে
কে খেলে রে ফাগের খেলা ?
ও মানসি !—রূপ-পিয়াসী—
ভাসিয়ে নে চল্ রূপের ভেলা।
ওগো ফাগুন—বুঝি এলে ভুলে ?
ঐ মায়ার যবনিকা তুলে !—
রঙে রঙে রঙিয়ে দিলে
(ঐ) নীল আকাশে, লাল গুলেলা।
মনের-পাখী উঠ্‌লো ডেকে—
বনের মাঝে ডাকলো সে কে ?—
কার বাঁশীর ঐ উদাস সুরে
দোল দিয়ে যায় হৃদয়-বেলা !
সোণার বরণ পাখা মেলে—
মলয় তুমি এলে ! এলে ?—
(ঐ) পথের ঝরা ফুলে ফুলে—
(ওগো) লাগলো স্বপন-সুরের মেলা !

এমন মাধবী রাতে—
এসো বধু মালা গাঁথি—
তব সাথে।
এমন চাঁদিনী!—এ মধু যামিনী-
বিফলে যাবে কি
বেদনাতে?
শিশিরের জল ঝরে অবিরল
কেন বধু বল'
আঁখিপাতে

রহো, রহো প্রিয়—
যেওনা চলে—
আমারে ভাসায়ে
চোখের জলে।
এখনও র'হেছে রাতি—
ফোটেনি অরুণ ভাতি—
ভ্রমর ঘুমায়
কমল দলে।
র'হেছে আকাশে তারা—
চাঁদিমা জোছনা ধারা—
ঝরিছে নিশির
শিশির গ'লে।
এখনও ডাকেনি পাখী—
কাঁপেনি ফুলের শাখি—
সে র'হেছে কূলায়
স্বপন কোলে।

কেন এসেছিলে, যদি যাবে গো চ'লে—
কেন গো জ্বালালে এ চিতে অনলে ?
ভুলেছিনু আমি সব সুখ-আশা,
নাহি জানিতাম কি যে ভালবাসা—
তোমারি মূরতি হৃদয়ে জাগায়ে—
কেন গো ভাসালে আঁখির জলে ?
আঁধারের মাঝে ছিনু আমি ভালো-
কেন গো ফুটিলো ক্ষণিকের আলো।
আকাশের চাঁদ উঠিয়া আকাশে—
কেন ডুবে যায় অতল তলে।

প্রিয় ! যেও না, যেও না এখনি—
এখনও রয়েছে রজনী—
গগনে শোভিছে তারকা মালা—
ঝরিছে মধুর জোছনা আলা—
পাপিয়া বনে গাহিছে নিরালা—
হাসিছে শ্যামলা ধরণী—
প্রেম-সাগরের তুমি কাণ্ডারী—
পার কর হে—ওগো মোর পারি
তোমারি বিহনে বাহিব' কেমনে
আমার জীবন-তরণী !

অস্ত রবির স্বর্ণ-কিরণ
ঝরিয়া প'ড়েছে ভুবনে—
কুসুম মদিরা গন্ধ এনেছে—
সে ধীর মলয় পবনে।
রূপালী মেঘের ভেলা আকাশের গায়—
গোলাপা সে পাল খানি উড়ায়ে হাওয়ায়—
ধীর সমীরে বহিয়া চ'লেছে—
ঐ সুদূর নীল গগনে।
পাখী পিউ পিউ বোলে—
চলে সে কুলায়—
বধুয়ার সাথে সাথে
কত গান গায়—
তার আলস মাখানো অবশ তনু—
জড়িত নয়ন স্বপনে।

ওরে মাঝি ! নিয়ে চল্ তোর
ঐ সুখের দেশে—
কোথায় চলিস্ পাল তুলে রে—
তোর নায়েরে ভেসে ভেসে ?
আমি যে আকুল পারা—
হ'য়েছি রে কূল-হারা—
আমায় তুলে নিয়ে যা রে—
নদীর এ পারে এসে।
ঐ যে দূরে অন্তরালে—
গাছের ফাঁকে প্রদীপ জ্বলে—
কে দুটী ওই আঁখি মেলে—
আছে বুঝি তোরি আশে ?
কে বুঝি তোর গান গেয়ে
নিতি রহে পথ চেয়ে—
বাজে সুর তারি গানে
তোরে বুকে ভালবেসে।

প্রিয় ! কোর না ক' ভুল—
আমার সমাধি 'পরে
দিও দুটী ফুল।
যখন তোমার আমার লাগি—
ক্ষুব্ধ পিয়াস উঠবে জাগি-
স্মৃতির প্রদীপ উঠবে জ্ব'লে—
হৃদয়ে ব্যাকুল—
তখন দিও দুটী ফুল—
শ্যাম বনানীর শীতল ছায়ে
ফুলের বেদন গাইবে বায়—
তটিনী গো চ'লবে কেঁদে
ভাসায়ে দুকূল—
তখন দিও দুটী ফুল।

আমার বুকের বীণায় বাজে
তোমার গানের সুর।
সেই সুরেতে তোমার সাথে—
হ'ল সুদূর দূর।
এলে তুমি হৃদয় মাঝে—
তাই ত' বুকের-বীণা বাজে—
রঙিয়ে দিলে প্রেম আগুনে
আমার অন্তঃপুর।
মন হারনো সুরের দেশে—
সুর যে তোমার যায় গো ভেসে
আমার চোখের জলে শেষে—
পেলাম তাই প্রচুর।

আর কত কাল রইব'ব'সে—
দুয়ার ধ'রে, এই একাকী।
মিছে কেন আকাশ পানে
শূন্য মনে চেয়ে থাকি।
যারা, এসেছিল আপন ব'লে—
ভুলিয়ে গেল কথার ছলে—
রেখে গেল' চোখের জলে—
দিয়ে গেল শুধুই ফাঁকি।
তারা ক'রে গেছে বেচা কেনা—
চুকিয়ে নেছে সকল দেনা—
আর ত' কিছু নাইরে জানা—
রেখে যায়নি কিছুই বাকি।

ওগো—অচিন্ পথের সাথি !
নিয়ে চল' কোথায় মোরে—
ঝঞ্চা ঝড়ের রাতি !
ঘুচলো সাধন টুটলো বাঁধন—
কাল বোশেখির ঝড়ে
ছিন্ন হ'ল আশার মুকুল
ধূলায় লুটায় পড়ে—
ডুবলো আমার সুখের তরী
ভাঙ্গন নদীর তীরে—
ঢেউ উঠেছে গভীর তালে
ঐ যে নীরে নীরে—
ঐ বালুর চরে দৈত্য দানা
করছে মাতামাতি।

কি হবে আর ধূলা কাদায়—
মাটির পুতুল খেলা—
ধূলা হবে ধূলার সাথে
ভাঙ্গবে সাধের মেলা—
ওরে, গ'ড়লি কত তাসের ঘরে—
ভেঙ্গে গেল বুকের ঝড়ে
ভাঙ্গা হাটে রইলি প'ড়ে—
ফুরিয়ে এলো বেলা—
মনেরে তোর নে চল্ ফিরে—
গভীর আঁধার এলো ঘিরে—
ওরে— কাল প্রবাহে ব'হে চলে—
ঐ যে কালের ভেলা।

ওরে নাইয়া কররে পার—
বন্ধুরে আমার!
কূল হারা এ কূলে ব'সে,—
হেরি অকূল পাথার।
কোন্ দেশের মাঝি তুমি—
কোথায় কর বাস?
চলো তোমার তরী বেয়ে
কোথায় বার মাস?
কোন্ জনারে নায়ে তুলে
কর তুমি পার!—
ঐ ভরা নদীর বাঁকে বাঁকে
ঘন কাশের বন—
হাত-ছানি দে ডাকে তারা
ভুলায় আমায় মন—
শ্বেত করবী মাথা নেড়ে
আঁখি ঠারে তার।

কানু বিনু সই কেমনে গো রই
আজি এ বিজন পুরে—
বাজিলে বাঁশরী, পারে কি কিশোরী
রহিতে আপন ঘরে ?
সখি ! রহিতে আপন ঘরে—
সখি ! আজিও যে বাজে প্রভাতে ও সাঁঝে—
কানুর মোহন বেনু—
ঐ কানুর মোহন বেণু—
ঐ বনে দূরে পরিমল ঝরে—
ভ্রমর লোটে রেণু—
সখি ! কেমনে রহিব' এ দুখ সহিব'—
বলনা বলনা মোরে—
আমি পরাণ ত্যজিব, অনলে পুড়িব—
ডুবিব যমুনা নীরে—
সখি ! আমি ডুবিব যমুনা নীরে।

আমার হিয়ার রঙীন গোলাপ
ভ'রেছ' কাঁটায়—
কাঁটার ফুলে পূজবো তোমায়—
বুঝবে সে ব্যথায়।
তুমি বাজাও বাঁশী আপন ভোলে—
কদম্বেরি মালা গলে·
কতই ব্যথা বুকের তলে—
দিয়ে যাও আমায়।
তোমারি ওই সুরে সুরে—
কাঁদে পাখী বিজন পুরে—
নীল যমুনার বুকের 'পরে
সে সুর ভেসে যায়।

গেছে দূরে, যাক—
চাহিনা ফিরায়ে আনিতে।
বন্ধ দুয়ার খুলিব না আর—
ভ্রমরের কাণাকাণিতে।
হৃদয়ের ব্যথা লুকানো সে থাক্—
মরমের তার ছিঁড়ে যায় যাক্—
পরাণ আছাড়ি ধূলায় লুটাক—
ভুলিব না বীণা বাণীতে।
যত অবহেলা দিয়ে গেছে মোরে—
পরাণ আজিকে দিবে তাই ফিরে—
ডুবে যাক স্মৃতি গভীর সাগরে—
চাহিনা ক' কিছু জানিতে।

আর কি আসিবে তুমি
এ ভাঙ্গা মন্দিরে ?
আর কি বাজিবে বাঁশী—
প্রেমের মঞ্জীরে ?
আর কি নূপুর ধ্বনি
উঠিবে হৃদয়ে রণি !—
সোণার হরিণ বনে
আসিবে ফিরে ?
আর কি যমুনা জলে,—
তাল তমাল তলে
ফুটিবে প্রেমের গীতি
ধীরে-ধীরে-ধীরে !

সখি! কানু বিনু বাঁচি কেমনে?
সে যে ফেলে গেছে দূরে, চিরঃ শরণে।
আমার হিয়ায়
দিয়েছি তাহায়—
লুটায়ে ধূলায়, চরণে।
নিঠুর কালা—
বোঝে কি জ্বালা?
কী ব্যথা বাজিছে মরমে!
আমি কিছু নাহি চাই—
চাহি শুধু ঠাঁই
চরণে, জীবনে মরণে।

সুন্দর! সুন্দর!
তোমারি সুরে
গেল যে ভ'রে—
মম অন্তর।—
নিখিল-ভোলা
প্রেমের দোলা
দুলিল' আজি নির্জ্জনে—
হিয়ার দুয়ার
খুলিল আমার—
তোমারি পরশ স্পন্দনে।
পশিল' আজিকে
শ্রবণে আমার
তোমারি সে মহা মন্তর।

এত রূপ কোথা হ'তে পেলে তুমি, সুন্দর!
আজি আনন্দে নৃত্য করে মোর মন, মনোহর!
তোমার অধরে মধুর হাসি—
করেতে মোহন বাঁশী—
করে যে মন উদাসী, শুনে ও বাঁশীর স্বর।
ত্রিভঙ্গ নয়ন বাঁকা—
ভালেতে চন্দন আঁকা—
বুকে রাধা নাম লেখা, হৃদি মাঝে প্রেম-স্মর।

ঝড়ের রাতে, তোমারি সাথে
দেখা যে হ'ল, তরণী পরে—
অশনি ডাকে, হিয়া যে কাঁপে-
বাদল ঘন পড়ে সে ঝ'রে!—
নয়ন মুদে আসে গো তবে—
বধির আমি সে হাহারবে—
সকলি ভুলে চলিনু ধীরে—
মায়ার জালে ফেলিনু ছিঁড়ে—
আঁধার রাতি, নাহিক' সাথী
সাগর ফেণী উঠেছে মাতি—
মুদিত আঁখি মেলিয়া দেখি—
তুমি যে মোরে হৃদয়ে ধ'রে।

তোমারেই সঁপিয়াছি
　　আমার জীবন মন।
রহিবে হৃদয়ে গাঁথা
　　আমার মানস পণ।
ভুলিব তোমারে যবে
　　মুদিব নয়ন পাতা—
ছিঁড়ে ঝ'রে যাবে মোর
　　হিয়ার সে আশালতা—
নিভিবে ধরার আলো
　　ছাইবে আঁধার তখন।
আমার এ ভালবাসা
　　হৃদয়ে আকুল ভরা
এ প্রেম অমৃত পিলে—
　　আসিবে না মৃত্যু জরা-
রহিব অমর-ধামে
　　মোরা দুহুঁ এক প্রাণ।

যদি, ভুলে যাও ভালবাসা
তাহে কোন ক্ষতি নাই—
তুমি সুখে থাক এই চাই—
আমার হৃদয় দ'লে
যেতে চাও, যাও চলে—
আমি নীরবে সহিব ব্যথা
তোমারি সে গান গাহি।
সাগরে ডুবিয়া আমি
পেয়েছি সাগর মণি—
তাহারি সে দীপমালা
জ্বেলেছি হৃদয়ে তাই।

আমি অন্ধকারের ফুল—
ওগো—ফুটেছি বনে;—
আপনি ফুটে ঝ'রে যাব
আপন মনে।
জ্যোৎস্না আলো দেখবো ব'লে—
চেয়ে ছিলাম নয়ন মেলে—
ক্ষণপ্রভা উঠলো জ্বলে
গগন কোণে।
মলয়ারে বুকে ধ'রে
রেখেছিনু সোহাগ ভরে—
(শেষে) ঝঞ্ঝা এসে ডাক দিল যে
অদিনে ফাগুনে!

ওগো, নীল গগনের তারা!
ফোটো তুমি সাঁঝ গগনে
যেন স্বপন পারা—
চাঁদের সাথে দেখা হ'লে—
সরমে চাও ঘোমটা তুলে—
হৃদয় মাঝে লও গো ঢেলে
প্রেমের সুধাধারা।
সারা নিশি প্রদীপ জ্বেলে
আঁখি দুটী রও গো মেলে—
শেষে উষার কোলে পড়' ঢ'লে
হয়ে আপন হারা।

আর কত কাল রইব' বসে
আরতির দীপ বুকে জ্বেলে!
শঙ্খ ধ্বনি উঠবে রণি
কবে আমার হৃদয় রোলে?
কবে আমার বুকের মালায়—
পরিয়ে দেব' তোমার গলায়—
কবে তোমার রূপের দোলায়
দুল্‌বে হিয়া দোদুল দোলে?

গোমতি! তোমার কালো জলে
ওঠে ব্যথার গান,—
কূলে কূলে ওঠে দুলে
সুর হারাণ তান।
কোথায় গেল নবাব বেগম
ছিন্ন করি মায়ার স্বপন?
কোন্ কবরে, মাটির তলে
হ'ল তাদের স্থান!
দিল্-খুসার ঐ দিল্-বাগেতে—
স্বপন-মাখা জ্যোৎস্না রাতে
আস্তো কত দিল্ মিলাতে—
স্বপন-পরী জান!
রঙ মহলের শিশ্ মহলে
লক্ষ চেরাগ উঠ্‌তো জ্ব'লে—
লক্ষ পরীর চরণ তালে
ফুটতো মধুর তান।
কোথায় গেল বসরা-গোলাপ?
মন ভুলানো বীণার আলাপ!
নূর-মহলে প্রণয় প্রলাপ
হ'য়েছেরে নির্ব্বাণ!

সে যে—ছায়াবাজীর ছায়া !
তোমার জলবিম্ব কায়া।—
তোমার ঐ রূপ রস গন্ধ
ভেসে আসে মৃদু মন্দ—
সে যে ক্ষণিকের—
কী আনন্দ মায়া !
কেবা তোমার পর, আপন ?
সে যে মিছে মোহ, ভাব' মন—
মুদলে পরে দু'নয়ন—
কোথায় রবে
(তোমার) পুত্র, কন্যা, জায়া ?

আমার গান থেমে গেল,
তোমার গানে—
তুমি কী সুরে গাইলে গো গান
আমার প্রাণে !—
তোমার ও সুর বাঁধন-হারা—
আকাশে ঢেউ তুলে দেয়
চন্দ্র তারা—
আমার পরাণ কেঁদে কেঁদে সারা
তোমার সুর তানে।

ওগো! ওগো! ওগো!
কি ব'লে ডাকবো তোমায় ওগো?—
ডাকলে ব'লে প্রিয়তম—
সেই কি হবে মনোরম?
বল না হে প্রিয় মম—
কি কথাটী মাগো?
কইলে পরে প্রেমময়—
সেই কি বড় মধুর হয়?
জানতে আমার মন চায়
তোমার কথা, ওগো।
"ওগোই" আমার মিষ্টি মধুর—
সেই ত' কাছে আনে সুদূর—
চির সাথী প্রিয় বধুর—
তাই ত' ডাকি ওগো।

আমি মুদবো আঁখি
নীল সাগরের তীরে—
দুই নয়নে আসবে ছেয়ে
ঘুমটী ধীরে ধীরে—
সাগর বেয়ে উঠবে বাতাস—
তারায় তারায় ছাইবে আকাশ-
ঢেউয়ে ঢেউয়ে রাখবে মোরে ঘিরে।—
আসবে বেয়ে সোণার তরী—
কোন্ অজানা স্বপন-পরী—
যার, দুল্‌বে বুকে প্রবাল মালা—
জ্বলবে মাণিক শিরে।
কণ্ঠ ভরা বীণার তানে—
বাইবে তরী গানে গানে—
চ'লবে মোরে নিয়ে সাথে
অসীম পানে ফিরে।

মিলন হবে তোর সাথে—
গর্জ্জনেরি সেই রাতে—
নিভে যাবে দীপ-ধারা—
আকাশ হবে জ্যোৎস্না-হারা—
কর্ণ বধির ঝঞ্ঝাতে।
উতল বায়ু মাতাল হ'য়ে
চ'লবে মোদের বুক ব'য়ে-
বন্ধ দুয়ার খুলবে তখন
সেই ঘাতে।

আমি যোগী হব— আমি যোগী হব।
তোমারি প্রেমে আমি ডুবে রব'।
চাহি না ধন জন, গৈরিক বসন—
ভস্ম লেপন জটাজাল বন্ধন—
হবে যে মোদের সে মহা-মিলন উৎসব।
খুলিয়া রে'খেছি সকল দুয়ার—
জ্বেলেছি প্রদীপ আমার হিয়ার—
তৃষিত তাপিতের লহ' গো ভার,
রাখো গো শরণে চরণে তব।

আমার কবিতা হ'ল না যে বলা—
আঁকিতে গেল সে ঝ'রে !
মরমের কথা জাগিয়া মরমে—
নীরবে গুমরি' মরে।
কত ফুল কলি সুখের রচনা—
বাজিয়া নূপুর, দিল' যে বেদনা—
মরমে মরমে ফুটিয়া কামনা—
ঝরিল' বাসনা ভরে।
পরাণের পাখী ডেকে ডেকে ওঠে—
হৃদয়-কাননে কত ফুল ফোটে—
সে যে বন পথে ধূলা মাঝে লোটে—
কে কাঁদে তাহারি তরে ?

ওগো আমার গানের গুণি !
আমি গান বেঁধেছি—
সুর বাঁধো গো তুমি।
সুর ত' আমার নাইক' জানা—
তাই ফোটে না কণ্ঠ-বীণা—
তোমারি সুর উঠবে অতল চুমি
যখন তোমার ও সুর ঢেউ তুলে
উঠবে ভ'রে কূলে কূলে—
ও পার হ'তে শুনবো তখন আমি।

আজ, কিসে মন বাঁধা রহে !
মোর, আকুল পরাণ দহে।
তাহারি সে ফুল তোলা
গাঁথা এ বকুল মালা—
শুখালো হৃদয় তাপে—
তবু যে সৌরভ বহে !
সে গেছে চ'লে হিয়া দ'লে—
ভাসায়ে আঁখির জলে,
তবু মন নানা ছলে—
ওগো, তারি কথা কেন কহে ?

উভয় মোরা, রামধনুর সাত রঙে
বুনবো মায়া জাল—
পুরুষ আমি হব' নীল—
ওগো তুমি হবে লাল—
আমি কপোত—তুমি কপোতী—
স্ত্রী তুমি বন-তরু—আমি মালতী—
আমায় তুমি জড়িয়ে বুকে
রইবে চিরকাল।
পুঃ তুমি হবে নির্ঝরিণী
আমি সাগর জল—
স্ত্রী তোমায় আমায় মিশে গিয়ে
হবে সে অতল—
উভয় মোরা রইবো সুখে, বুকে বুকে
তুলে রঙীন পাল।
ওগো, মোরা ছাড়বো না ক' হাল—
পুঃ আমি হব' শুক পাখীটি
তুমি আমার শারী—
স্ত্রী তুমি আমার ব্রজের রাখাল—
আমি তোমার প্যারী—
উভয় মোরা দুটী সঙ্গে রবো, প্রেম বিলাবো—
ঘুচিয়ে দেবো দুনিয়ার জঞ্জাল।

শ্রাবণের বাদল ধারায় লুকিয়ে ছিলে কোন্ অসীমে ?
আজ, হৃদয় মাঝে দাও যে সাড়া, ফাগুনের এই দখিনে।
তোমার বুকে আমার বুকে
জাগে কত ব্যথা—
সীমার ধারে অসীম পারে
ব্যাকুল করে কথা—
করুণ সুরে গোপনপুরে, বাজে সে যে কোন্ বীণে!
আজ, পাগলা হাওয়া খুলে দিলো মন,
হৃদয় বাঁধন—
তোমার আমার হিয়ার মাঝে
এনেছে মিলন
তাই বাঁশীর সুরে আবেগ ভরে, গেয়ে বেড়াও মন-বিপিনে।

বন্ধুরে মোর—
উল্লাসে মন ভরিয়ে দিলে,—
তোমার লীলায়!
বসন্তের আজ বনে বনে
কি ফুল ফোটে
মধুর নেশায়!
আমার হিয়ায় অচিন্ পাখী—
উদাস সুরে ওঠে ডাকি—
ঐ নীলাকাশ-সিন্ধু তলে
সুর বহে' যায়
রঙীণ ভেলায়।
রবি শশী গ্রহ তারা—
তোমার প্রেমে বাঁধন হারা—
ছুটে চলে অসীম পানে
তোমারি ঐ আলোক ধারায়।
ছিল তোমার গোপন বাণী—
হ'ল প্রকাশ জানাজানি—
মধুপ সে গুঞ্জরণে
জানিয়ে গেল, তোমায় কথায়।

ওরে আমার বন্ধু !—
(ওরে পরাণ বন্ধু রে—)
তোর সুরের মাঝে কী যে আছে—
ভরা সুধা সিন্ধু !
তোর ঐ সুর—বাজলো রে মোর
মরম বীণার প্রাণে—
যে সুরে তোর ভুবন ভোলে—
ফুটলো গানে গানে—
ওরে পরাণ বন্ধু !—
ঐ সুরের মাঝে আপন হারা—
কেঁদে আমি হ'লাম সারা—
ঝরলো যে রে মুক্তা ধারা
দুই নয়ন বিন্দু—
ওরে পরাণ বন্ধু !—
ওরে, খুঁজি আমি অতল খনি—
কোথায় পাব'রে সাগর মণি ?—
মোর হিয়ার মাঝে ওঠে দুলে—
(ওরে) তোর ওই মুখ-ইন্দু—
ওরে আমার বন্ধু !

ওগো ডেকে গেলো পাপিয়া আকাশে।
ব'লে গেলো কার কথা, বাতাসে!
ঐ কোন্ সুদূরের বাণী,
দিলো সে শ্রবণে আনি—
(ওরে) ক'রে গেল' জানাজানি
মম হৃদি সকাশে।
ব'লে গেলো কি যে ফুল বনে,
ভ্রমরারি কানে কানে—
পরাণে জাগায়ে তার আকুল তিয়াষে।
কার দুটি ঐ মায়াময় আঁখি—
মোরে নিয়ে যায় কোন্ সুদূরের পারে ডাকি,
আমি শুধু ঐ দূর পানে চেয়ে থাকি—
মুগ্ধ নয়নে মম, তারি প্রেম বিকাশে।

এসো গো মা বীণাপাণি !—
ওমা, বাণী-বিত্তা-দায়িনি !—
　　পূজিতে রাতুল চরণ—
　　এসেছে মা অভাজন—
খোলো গো করুণা আঁখি—
　　চাহো গো মা জননি !
শুভ্র-শ্বেত-বসনা—
কমল-মরাল-আসনা—
তুমি পূর্ণ করো সকল বাসনা—
　　ওমা !　ত্রিলোক-তম হারিণি !
　　করি মোরা সবে আরতির গান
　　মন্দিরে তব, হ'য়ে এক প্রাণ ;
জ্বালো মাগো, তব জ্ঞানের প্রদীপ
　　অন্তর মাঝে, জ্ঞানরূপিণি !

শেষ হ'ল মোর গান বাঁধা
এখন তোমার সুরের পালা।
তুলেছি আমি বনের কুসুম
তুমি গাঁথো এখন মালা।
এনেছি আমার বুকের-বীণা
তোমার কণ্ঠে হবে সে লীলা-
পঞ্চমেতে গাওরে আজি—
সুর সে মধুর ঢালা।

(শেষ)

ভ্রম সংশোধন পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা	লাইন		শুদ্ধ
৪৫	৮	এসে	হেসে
৫১	৫	উতাল	উতল
৫৩	২	বায়ু	বায়ু
৫৫	১	বসন্ত	বসন্ত
৫৮	৪	মম-বাতায়ন	মন-বাতায়ন
৬৫	৯	দিয়েদিলে	দিয়েছিলে
৬৭	৬	ঝ'রা	ঝরা
৮৮	১০	সথি	সখি
১০২	৬	মায়ায় যবনিকা	মায়ার যবনিকা
১১০	৯	হারনো	হারাণো
১১৪	৪	হেরি	হেরে
১১৫	৮	যে	
১১৫	১০	লোটে	লোটে যে
১২১	৫	বাশীর	বাঁশীর
১৩৬	৩	বাধো	বাঁধো
১৩৯		হওয়া	হাওয়া
১৪৪	৪	তুলি	তুমি
১৪৪	৬	লীলা	লীণা
উৎসর্গ পত্র		পৌহুঁছুবে	পৌঁছুবে
৩৮	১১	[illegible]	[illegible]